দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

22 Rams

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু সংগ্রহশালা

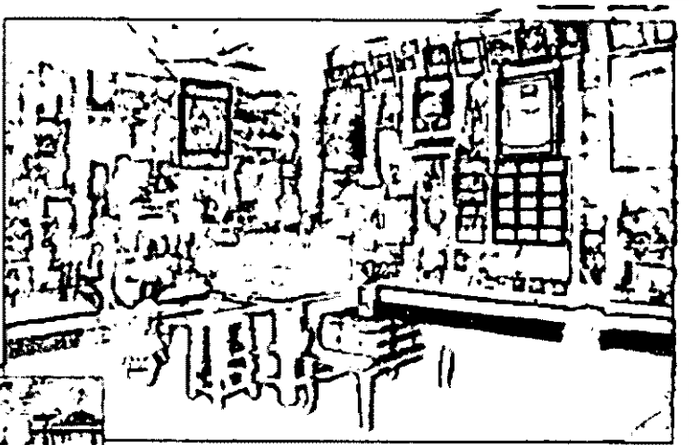

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সংগ্রহশালা বহন করে চলেছে বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। আমাদের অসংখ্য সচিত্র ইতিহাসকে নীরবে লালন-পালন করছে ঢাবির এই একমাত্র সচিত্র সংগ্রহশালা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক পোস্টার, পেপার কাটিং, আলোকচিত্র, ছাত্র আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের উপর প্রামাণ্য দলিল, '৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধের বহু মূল্যবান কাগজপত্র এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ৯০'র দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর চলমান নিদর্শন ডাকুস সংগ্রহশালা। ১৯৯১ সালের ৬ মার্চ ডাকসু সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও প্রায় ১২ দিন পর ১৯ মার্চ এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রথমে সংগ্রহশালার জন্য বরাদ্দ হয় মধুর ক্যান্টিন সংলগ্ন পাঠাগারটি। পরবর্তীতে নানা সমস্যার কারণে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন কক্ষটি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে ডাকসু সংগ্রহমালাকে ঢাবির ঐতিহ্যের ভাণ্ডার বলা যায়।

সময়ের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে চারপাশের বিদ্যমান অবস্থায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃত সত্যতা তুলে ধরার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ডাকুস সংগ্রহশালার 'একুশের শহীদদের চিত্রকর্ম' দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ভাস্কর্য ও শিল্পকর্মের সাথে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। ডাকসু সংগ্রহশালার সামনে স্থাপিত এই ম্যুরাল চিত্রটি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সংগ্রহশালার যাবতীয় কর্মকাণ্ড যিনি একা তদারকি করে চলেছেন তিনি হলেন ঢাবির ছাত্রদের প্রিয় গোপাল'দা। তার সঙ্গে রয়েছে ঢাবির ছাত্র ও শিক্ষকের বড় একটি দল। ডাকসু সংগ্রহশালার সংগ্রাহক ও আলোকচিত্রী এই গোপাল দাসের কাছে ডাকসু সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি তার নিজ চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরেন। বর্ণনা করেন মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য নির্মম লোমহর্ষক কাহিনী। এসব ইতিহাসের অনেক সচিত্র দলিল দেখতে পাওয়া যায় ডাকসু সংগ্রহশালায়। ইতিহাস পিপাসু অনেক পর্যটক ও দর্শনার্থীদের অন্যতম স্থান হতে পারে এই ডাকসু সংগ্রহশালা। এটা সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা অবধি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সহস্রাধিক ছবিসহ এখানে রয়েছে ঐতিহাসিক নানা বিষয়ের প্রামাণ্য দলিল।

তানভীর খন্দকার